62

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 06 MAR 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ৭ ...

মমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

এক যুগ ধরে শিক্ষকগণ বেতন পাচ্ছেন না

টাঙ্গাইল, ৫ই মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা) – মধুপুর থানার ধনবাড়ি ইউনিয়নের মমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক–শিক্ষিকারা দীর্ঘ ১২ বছর যাবৎ তাদের বেতনভাতা পাচ্ছেন না। প্রতি বছর তাদের জন্য বেতনভাতার অর্থ আসছে এবং বছরশেষে ফেরত যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের সিদ্ধান্তহীনতার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দফতরের একটি সূত্র জানান, মধুপুর থানার ধনবাড়ি ইউনিয়নের গড় এলাকায় প্রতিষ্ঠিত মমিনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৯৬৯–৭০ সালে তৎকালীন সরকারের কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ পায়। প্রথম কিস্তিতে এই অর্থ থেকে ১৬ হাজার টাকা উত্তোলন করা হয় এবং বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ শুরু করা হয়। '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে নির্মাণকাজ বন্ধ থাকে। ১৯৭৩ সালে তৎকালীন সরকার মমিনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ মধুপুর থানার ৮৯টি বিদ্যালয় সরকারিকরণ করেন। তখন থেকেই এই বিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষকের জন্য প্রতিবছর বেতনভাতা আসতে থাকে। কিন্তু বিদ্যালয়টি চালু না থাকায় বছরশেষে এই অর্থ ফেরত যায়। ১৯৮৫ সালে এই বিদ্যালয়টি বন্ধ থাকার কারণ অনুসন্ধান করেন প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। এ সময় '৬৯–৭০ সালের বরাদ্দকৃত ২০ হাজার টাকার মধ্যে উত্তোলনকৃত ১৬ হাজার টাকা ব্যয়ের খোঁজ নেয়া হয়। সরকারি কর্মকর্তারা অনুসন্ধানে এসে স্থানীয় জনসাধারণকে পরামর্শ দেন নিজেদের খরচে বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করে বিদ্যালয় চালু করতে। বিদ্যালয়টি যেহেতু সরকারি বিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত এবং শিক্ষকদের বেতন ও আসছে বছর বছর, সুতরাং বিদ্যালয়টি চালু হলেই সরকারি নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে এই আশ্বাসও তারা দেন। এই আশ্বাসের পর স্থানীয় জনগণ ৪৪ জন বেকার যুবক–যুবতীর কাছ থেকে একলাখ টাকা চাঁদা নিয়ে ওই অর্থ দিয়ে বিদ্যালয় ভবন তৈরি করে ১৯৮৫ সাল থেকেই বিদ্যালয়টি চালু করেন। এরপর থেকে ওই ৪ জন শিক্ষক–শিক্ষিকার বেতনভাতার জন্য থানা, জেলা, বিভাগ এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালকের দফতরে যোগাযোগ করা হয়। থানা, জেলা ও বিভাগীয় শিক্ষা দফতর কয়েকবার তদন্ত করে এ ব্যাপারে রিপোর্ট দেন ঢাকা থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের কয়েকজন কর্মকর্তাও সরজমিন বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর আজও এই বিদ্যালয়ে কর্মরত ৪ জন শিক্ষক–শিক্ষিকার বেতনভাতা নেয়ার ব্যাপারে কার্যকর কোন ব্যবস্থা নেননি। এর ফলে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা চরম হতাশার শিকার হয়েছেন এবং বিদ্যালয়ের ৪ শতাধিক ছাত্র–ছাত্রীর সুষ্ঠু শিক্ষাও বিঘ্নিত হচ্ছে।